Registerd NO 52.

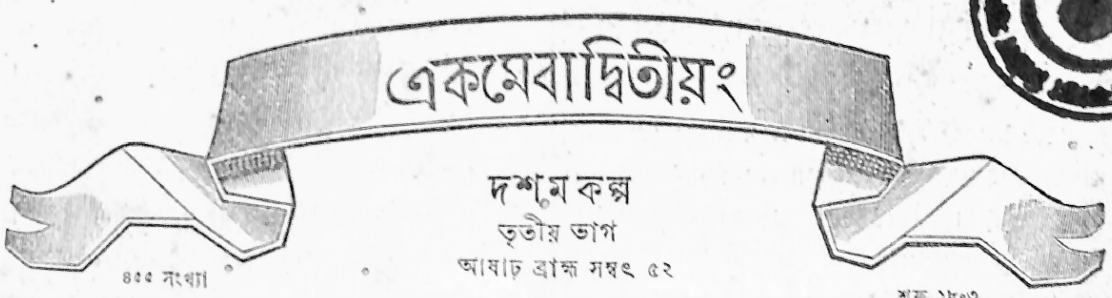

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
আষাঢ় ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২
৪৫৫ সংখ্যা
শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় প্রপাঠকে পঞ্চদশোধ্যায়ঃ।

অন্তরীক্ষোদরঃ কোশোভূমিবুধ্নো ন জীর্য্যতি দিশোঽস্য স্রক্তয়োদ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষকোশোবসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতং।১

অন্তরীক্ষমুদরং অন্তঃসুষিরং যস্য সোঽয়ং 'অন্তরীক্ষোদরঃ' 'কোশঃ' কোশইবানেকধর্ম্মসাদৃশ্যাৎ কোশঃ 'ভূমিবুধ্নঃ' ভূমির্বুধ্নোমূলং যস্য স ভূমিবুধ্নঃ 'ন জীর্য্যতি' ন বিনশ্যতি ত্রৈলোক্যাত্মকত্বাৎ 'দিশঃ হি অস্য' 'স্রক্তয়ঃ' কোণাঃ 'দৌঃঅস্য' 'উত্তরং' ঊর্দ্ধং 'বিলং' আবরণং 'সঃ এষঃ' যথোক্তগুণঃ 'কোশঃ' 'বসুধানঃ' বসু ধীয়তেঽস্মিন্ প্রাণিনাং কর্ম্মফলাখ্যমতোবসুধানঃ। 'তস্মিন্' 'ইদং বিশ্বং' অন্তর্ব্বিশ্বং সমস্তং প্রাণিকর্ম্মফলং 'শ্রিতং' আশ্রিতং স্থিতমিত্যর্থঃ। ১

অন্তরীক্ষ যাহার উদর, ভূমি যাহার মূল এবং যাহা জীর্ণ হয় না এমন যে একটি কোশ, দিক্ সকল তাহার কোণ এবং দ্যুলোক যাহার উপরিস্থ আবরণ তাহাই এই কর্ম্ম-ফল-প্রদ কোশ ইহাতে সমস্ত বিশ্ব আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ১

তস্য প্রাচীদিগ্‌জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাংবায়ুর্ব্বৎসঃ স যএতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসংবেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদং। ২

'তস্য' অস্য কোশস্য 'প্রাচী দিক' প্রাগ্‌গতোভাগঃ 'জুহূঃ নাম, জুহ্বতি অস্যাং দিশি কর্ম্মিণঃ। সহন্তেঽস্যাং পাপকর্ম্মফলানি যমপূর্য্যাং প্রাণিন ইতি 'সহমানা নাম দক্ষিণা' দিক। তথা 'রাজ্ঞী নাম প্রতীচী' পশ্চিমা দিক রাজ্ঞী রাজ্ঞা বরুণেনাধিষ্ঠিতা সন্ধ্যারাগযোগাদ্বা। ভূতিমন্ত্রিরীশ্বরুবেন্দ্রাদিভিরধিষ্ঠিতত্বাৎ 'সুভূতা নাম উদীচী'। 'তাসাং' দিশাং 'বায়ুর্ব্বৎসঃ' দিগ্‌জত্বাদ্বায়োঃ। পুরোবাত ইত্যাদি দর্শনাৎ। 'সঃ যঃ' কশ্চিৎ পুত্রদীর্ঘজীবিতার্থী 'এবং বায়ুং দিশাং 'বৎসং' অমৃতং 'বেদ' সঃ 'ন পুত্ররোদং' পুত্রনিমিত্তং রোদনং ন 'রোদিতি, পুত্র ন ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ। 'সঃ অহং' পুত্রজীবিতার্থী 'এবং এতং বায়ুং দিশাং বৎসং' 'বেদ' জানে অতঃ 'পুত্ররোদং মা রুদং' পুত্রমরণনিমিত্তং পুত্ররোদোমম মাভূৎ ইত্যর্থঃ। ২

সেই কোশের পূর্ব্বদিকের নাম জুহূ। দক্ষিণদিকের নাম সহমানা। পশ্চিমদিকের নাম রাজ্ঞী এবং উত্তরদিকের নাম সুভূতা। বায়ু এই দিক্ সকলের পুত্র। যিনি দিক সকলের পুত্র এই বায়ুকে জানেন তিনি পুত্রশোকে রোদন করেন না। সেই আমি এই দিক্ সকলের পুত্র বায়ুকে জানিয়াছি, আমি যেন পুত্রশোকে রোদন না করি। ২

অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা প্রাণং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভূঃপ্রপদ্যেঽ

[illegible]মুনাঽমুনা ভুবঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽ-মুনা । ৩

'অরিষ্টং' অবিনাশিনং 'কোশং' যথোক্তং 'প্রপদ্যে' প্রপন্নোঽস্মি পুত্রায়ুষে। 'অমুনা অমুনা অমুনা' ত্রির্ণাম গৃহ্লাতি পুত্রস্য। তথা 'প্রাণং প্রপদ্যে অমুনা অমুনা অমুনা' 'ভূঃ প্রপদ্যে অমুনা অমুনা অমুনা' 'ভুবঃ প্রপদ্যে অমুনা অমুনা অমুনা' 'স্বঃ প্রপদ্যে অমুনা অমুনা অমুনা' সর্ব্বত্র প্রপদ্যেইতি নাম গৃহ্লাতি পুনঃ পুনঃ। ৩

অবিনাশী কোশের আমি শরণাপন্ন হই (যে পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করিবে তাহার নাম করিয়া) অমুকের সহিত অমুকের সহিত অমুকের সহিত। ভুব লোকের শরণাপন্ন হই অমুকের সহিত অমুকের সহিত অমুকের সহিত। স্বর্গ লোকের শরণাপন্ন হই অমুকের সহিত অমুকের সহিত অমুকের সহিত।

সযদবোচং প্রাণং প্রপদ্যইতি প্রাণোবা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ। তমেব তৎপ্রাপৎসি। ৪

'সঃ যৎ অবোচং প্রাণং প্রপদ্যে ইতি' 'প্রাণং বা ইদং সর্ব্বং ভুতং যৎইদং কিঞ্চ' জগৎ 'তং এব' 'তৎ' ইদং সর্ব্বং 'প্রাপৎসি' প্রপন্নোঽভুবং ॥ ৪

সেই যে আমি বলিলাম প্রাণের শরণাপন্ন হই, প্রাণই এই ভূত ভৌতিক যাহা কিছু সকলই। তাহাতে আমি প্রাণকেই লাভ করিলাম।

অথ যদবোচং ভূঃপ্রপদ্যইতি পৃথিবীং প্রপদ্যেঽন্তরিক্ষং প্রপদ্যে দিবং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং। ৫

'অথ যৎ অবোচং ভূঃ প্রপদ্যে ইতি' পৃথিবীং প্রপদ্যে' 'অন্তরিক্ষং প্রপদ্যে' 'দিবং প্রপদ্যে' 'ইতিএব' ত্রীল্লোঁকান্ প্রপদ্যে 'তৎ অবোচং'।

আর আমি যে বলিলাম ভূলোকের শরণাপন্ন হই তাহাতে পৃথিবীর শরণাপন্ন হই, অন্তরীক্ষের শরণাপন্ন হই, ইহাই বলিলাম। ৫

অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্যইত্যগ্নিং প্রপদ্যে বায়ুং প্রপদ্য আদিত্যং প্রপদ্যইত্যেব তদবোচং। ৬

'অথ যৎ অবোচং ভুবঃ প্রপদ্যে ইতি' 'অগ্নিং প্রপদ্যে' 'বায়ুং প্রপদ্যে' আদিত্যং প্রপদ্যে' ইতি এব তৎ অবোচং। ৬

আর এই যে বলিলাম ভুব লোকের শরণাপন্ন হই, তাহাতে অগ্নির শরণাপন্ন হই, বায়ুর শরণাপন্ন হই, আদিত্যের শরণাপন্ন হই, ইহাই বলিলাম। ৬

অথ যদবোচং স্বঃপ্রপদ্যইত্যৃগ্বেদং প্রপদ্যে যজুর্ব্বেদং প্রপদ্যে সামবেদং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং তদবোচং। ৭

'অথ যৎ অবোচং স্বঃ প্রপদ্যে ইতি' 'ঋগ্বেদং প্রপদ্যে' 'যজুর্ব্বেদং প্রপদ্যে' 'সামবেদং প্রপদ্যে' ইতিএব তৎ অবোচং তৎ অবোচং'। ৭

আর এই যে, বলিলাম স্বর্গের শরণাপন্ন হই তাহাতে ঋগ্বেদের শরণাপন্ন হই, যজুর্ব্বেদের শরণাপন্ন হই সামবেদের শরণাপন্ন হই, ইহাই বলিলাম। ৭

ষোড়শোধ্যায়ঃ।

পুরুষবাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতি বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্বিংশত্যক্ষরা-গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবো-ঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণাবাব বসবএতেহীদং সর্ব্বং-বাসয়ন্তি। ১

অত্র আত্মানং যজ্ঞং সম্পাদয়তি। পুরুষঃ' জীবনবিশিষ্টঃ 'বাব' অবধারণার্থঃ 'যজ্ঞঃ' পুরুষএব যজ্ঞ ইত্যর্থঃ 'তস্য' পুরুষস্য 'যানি চতুর্ব্বিংশতি বর্ষাণি আয়ুষঃ 'তৎ প্রাতঃসবনং কেনইত্যাহ। 'চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরা গায়ত্রী' ছন্দঃ। 'গায়ত্রং প্রাতঃসবনং' গায়ত্রীছন্দস্কং হি বিধিযজ্ঞস্য প্রাতঃসবনং অতঃ প্রাতঃসবনসম্পন্নেন চতুর্ব্বিংশতিবর্ষায়ুষা যুক্তঃ পুরুষঃ। 'অথ' পুরুষ যজ্ঞস্য 'তৎ' প্রাতঃসবনং 'বসবঃ' দেবাঃ 'অন্বায়ত্তাঃ' অনুগতাঃ। 'প্রাণাঃ বাব বসবঃ' বাগাদয়ো বায়বশ্চ তে 'এতে' 'হি' 'ইদং' পুরুষাদি প্রাণিজাতং 'বাসয়ন্তি'। ১

পুরুষ যজ্ঞ স্বরূপ। সেই পুরুষের চর্ব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত যে বয়স তাহা প্রাতঃসবন। যে হেতুক গায়ত্রী ছন্দ চর্ব্বিশ-অক্ষর-বিশিষ্ট এবং গায়ত্রী ছন্দ রচিত স্তোত্র সকলও প্রাতঃসবন। বসুদেবতা ইহার অনুগত। ইন্দ্রিয়গণ এবং পঞ্চ প্রাণ ও বায়ু বসু দেবতা। ইহারা মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিজাতকে রক্ষা করে। ১

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স-ক্রয়াৎ প্রাণাবসবইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সবনমনুসন্তনুতেতি। মাহং-প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়ে-ত্যুদ্ধৈব ততএত্যগদোহভবতি। ২

'তং চেৎ' যজ্ঞসম্পাদিতং 'এতস্মিন্' প্রাতঃসবন সম্পন্নে 'বয়সি' 'কিঞ্চিৎ' ব্যাধ্যাদিমরণশঙ্কাকারণং 'উপতপেৎ' দুঃখমুৎপাদয়েৎ 'সঃ' যজ্ঞসম্পাদী পুরুষ আত্মানং যজ্ঞং মন্যমানো তদা 'ক্রয়াৎ' জপেদিত্যর্থঃ ইমং মন্ত্রং। হে 'প্রাণাঃ বসবঃ' 'ইদং মে প্রাতঃসবনং' মম যজ্ঞস্য বর্ত্ততে। তস্মাৎ 'মাধ্যন্দিনং সবনং অনু-সন্তনুত ইতি' মাধ্যন্দিনেন সবনেনাযুষা সহিতমেকী ভূতং সততং কুরুতেত্যর্থঃ। 'মা অহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞ বিলোপ্সীয়' বিলুপ্যেয়ং বিচ্ছিদ্যেয়মিত্যর্থঃ। 'ইতি' শব্দোমন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ। স তেন জপেন 'ততঃ' তস্মাদুপতাপাৎ 'উৎ-এতি হ এব' উদ্গচ্ছতি উদ্গম্য বিমুক্তঃ সন্ 'অগদঃ হ' অনুপতাপঃ 'ভবতি'। ২

তাহাকে যদি এই বয়সের মধ্যে কোন পীড়ায় উপতাপ দেয় তাহা হইলে সে বলিবেক, হে প্রাণ বসুদেবতা সকল এই আমার প্রাতঃসবন, আমাকে মাধ্যন্দিন সবন পর্য্যন্ত রক্ষা কর। প্রাণ বসু-দেবতা দিগের মধ্যে যজ্ঞ যে আমি যেন বিলোপ প্রাপ্ত না হই। তৎপরে সে সেই উপতাপ হইতে মুক্তি পায় এবং অরোগী হয়। ২

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্য-ন্দিনং সবনং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণাবাব রুদ্রাএতেহীদং সর্ব্বং রোদয়ন্তি। ৩

'অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশৎবর্ষাণি তৎ মাধ্যন্দিনং সবনং' 'চতুশ্চত্বারিংশৎঅক্ষরা ত্রিষ্টুপ্' 'ত্রৈষ্টুভং' 'মাধ্যন্দিনং সবনং' 'অস্য' পুরুষযজ্ঞস্য'তৎ' মাধ্য-ন্দিনসবনং 'রুদ্রাঃ' দেবাঃ 'অন্বায়ত্তাঃ' অনুগতাঃ। 'প্রাণাঃ বাব রুদ্রাঃ' 'এতে' প্রাণারুদ্রাঃ 'হি ইদং সর্ব্বং' প্রাণিজাতং 'রোদয়ন্তি' ক্রূরান্তে মধ্যমে বয়স্যন্তো রুদ্রাঃ। ৩

আর পুরুষের চত্বারিংশ বৎসরের পর যে চৌয়া-ল্লিশ বৎসর আয়ু তাহা মাধ্যন্দিন সবন। চৌয়া-ল্লিশ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিষ্টুপ ছন্দ। ত্রিষ্টুপ-রচিত স্তোত্র-সকল মাধ্যন্দিন সবন। এই মাধ্যন্দিন সব-নের রুদ্র দেবতারা অনুগত। এই সময়ের প্রাণ সকলই রুদ্র দেবতা। ইহাঁরাই এই প্রাণিগণকে এই মধ্য বয়সে ক্রন্দন করাইয়া থাকেন। ৩

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স-ক্রয়াৎ প্রাণারুদ্রাইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয় সবনমনুসন্তনুতেতি মাহহং প্রাণানাং রুদ্রানাং মধ্যে যজ্ঞোবিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব ততএত্যগদোহ ভবতি। ৪

'তং চেৎ এতস্মিন বয়সি কিঞ্চিৎ উপতপেৎ' 'সঃ ক্রয়াৎ' হে 'প্রাণাঃ রুদ্রাঃ' ইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং' 'তৃতীয় সবনং অনুসন্তনুত ইতি' 'অহং প্রাণানাং রুদ্রা-নাং মধ্যে যজ্ঞঃ মা বিলোপ্সীয় ইতি' 'ততঃ এব' সঃ 'উৎএতি' সঃ 'অগদঃ হ ভবতি'। ৪

এই বয়সে যদি তাহাকে কিছুতে উপতাপ দেয়, তবে সে বলিবেক হে প্রাণরুদ্র দেবতারা এই আমার মাধ্যন্দিন সবন আমাকে তৃতীয় সবন পর্য্যন্ত রক্ষা কর। প্রাণ রুদ্রদিগের মধ্যে যজ্ঞ যে আমি যেন বিলুপ্ত না হই। তৎপরে সে সেই উপতাপ হইতে মুক্তি পায় এবং অরোগী হয়। ৪

অথ যান্যষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি তত্তৃতীয় সবনমষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা-বাবাদিত্যাএতেহীদং সর্ব্বমাদদতে। ৫

'অথ যানি অষ্টাচত্বারিংশৎবর্ষাণি তৎ তৃতীয়ং সবনং' 'অষ্টাচত্বারিংশৎ অক্ষরা জগতী' 'জাগতং' জগতীছন্দস্কং 'তৃতীয়সবনং' 'অস্য' 'তৎ' তৃতীয়ং সবনং আদিত্যাঃ অন্বায়ত্তাঃ 'প্রাণাঃ বাব আদিত্যাঃ' 'এতে হি' 'ইদং' শব্দাদিজাতং 'সর্ব্বং আদদতে'। ৫

আর আটষট্টি বৎসরের পর আটচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার আয়ু তৃতীয় সবন। আটচল্লিশ অক্ষর বিশিষ্ট জগতী ছন্দ। জগতী স্তোত্র সকল তৃতীয় সবন। আদিত্য দেবতারা তাহার অনুগত। প্রাণ সকল আদিত্য। ইহারাই এই সকল আবৃত করিয়া রহিয়াছে। ৫

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স

ক্রয়াৎ প্রাণাআদিত্যাইদং মে তৃতীয়সবনমা-যুরনুসন্তনুতেতি মাহহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞোবিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগ-দোহৈব ভবতি। ৬

'তং চেৎ এতস্মিন বয়সি কিঞ্চিৎ উপতপেৎ' 'সঃ ক্রয়াৎ' 'প্রাণাঃ আদিত্যাঃ 'ইদং মে তৃতীয়সবনং 'আয়ুঃ' ষোড়শোত্তরবর্ষশতং সমাপয়ত 'অনুসন্তনুত ইতি' যজ্ঞং সমাপয়ত। 'মা অহং প্রাণানাং আদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞঃ বিলোপ্সীয় ইতি' 'ততঃ এব উদেতি' 'অগদঃ হএব ভবতি'; ৬

এই বয়সে যদি তাহাকে কিছুতে উপতাপ দেয়, তবে সে বলিবে হে প্রাণ-আদিত্য দেবগণ, এই আমার তৃতীয় সবন। আমাকে পূর্ণায়ু করিয়া আমার যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে দেও। প্রাণ আদিত্য দেবতাগণের মধ্যে যজ্ঞ যে আমি যেন নষ্ট না হই। তৎপরে সে সেই উপতাপ হইতে মুক্তি পায় এবং অরোগী হয়। ৬

এতদ্ধস্মবৈ তদ্বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ সকিং ম এতদুপতপসি যোহহমনেন ন প্রে-ষ্যামীতি সহ ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎ প্রহ-ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি যএবং বেদ। ৭

'এতৎ' যজ্ঞদর্শনং 'হবৈ' 'তৎ বিদ্বান আহস্ম' 'মহিদাসঃ' নামতঃ ইতরায়া অপত্যং 'ঐতরেয়ঃ' 'সঃ' ত্বং হে রোগ 'কিং' কস্মাৎ 'মে' মম 'এতৎ' উপতপনং 'উপতপসি'। 'যঃ অহং' যজ্ঞঃ 'অনেন' ত্বৎকৃতে-নোপতাপেন 'ন প্রেষ্যামি ইতি ন মরিষ্যামি অতো' বৃথা তবশ্রমইত্যর্থঃ। 'সঃ হ' এবংনিশ্চয়ঃ সন 'ষোড়শং বর্ষশতং অজীবৎ' 'হ' অন্যোহপ্যেবং নিশ্চয়ঃ 'ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি যঃ এবং বেদ'।

এই প্রকার যজ্ঞ-জ্ঞান-সম্পন্ন মহিদাস ঐতরেয় বলিয়াছিলেন যে, হে রোগ তুমি কেন আমায় বৃথা উপতাপ প্রদান কর। আমি তোমার এই উপতা-পেতে মরিব না। তিনি একশত ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এবং যিনি এই প্রকার জানেন তিনি একশত ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করেন। ৭

নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ ৫২ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

নব বর্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। কি মনোহর দৃশ্য! উর্দ্ধে কি অধোতে দক্ষিণে বামে, চারিদিকে শোভা। মস্তকোপরি নীল-বর্ণ আকাশ কি রমণীয় কি নির্ম্মল; ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র সেই নির্ম্মল পরমেশ্বরই স্মরণ-পথে উপস্থিত হন। সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহন করিয়া অনিল কেমন অনুরাগের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কাননে কাননে কুসুম-কলিকা প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধ-ভারে জগৎকে আমোদিত করিতেছে। শত শত পদ্ম তরুণ-সূর্য্য-কিরণ-স্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া কি অতুল্য লাবণ্য ও শোভা বিস্তার করিতেছে। কল-কণ্ঠ কোকিলকুল ও অন্যান্য বিহঙ্গম সকল জাগ্রত হইয়া মেদিনীকে সংগীত-সুধা-রসে অভিষিক্ত ক-রিতেছে। এমন পবিত্র কালে—এমন রম-ণীয় সময়ে আমরাই কি নিস্তব্ধ থাকিতে পারি? এখন আমরা তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল। চারি দিকের শোভা চারি দিকের অমৃত ভাব দেখিয়া এক্ষণে আমরা স্বভাবতই সেই অমৃতস্বরূপকে অন্বেষণ করিতেছি। যেন কোন অদৃশ্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আমরা সেই মধুস্বরূপ ঈশ্ব-রের দিকেই যাইতেছি। আমরা পৃথিবীতে থাকিয়াও সেই অমৃতধামে বিচরণ করি-তেছি। ব্রাহ্মগণ! দেখ সেই প্রেম-রবি আমাদের সম্মুখে; ধন্য তাঁহার করুণা! তাঁহার অমৃতময়-জ্যোতি-স্পর্শে আমাদের হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হইয়া কি অপরূপ শোভাই ধারণ করিয়াছে। ভক্তিরূপ সুগন্ধ তথা হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারি অভি-মুখে উত্থিত হইতেছে। আমরা যেমন এখন তাঁহার জন্য ব্যাকুল, তিনিও আবার

আমাদের প্রতি ততোধিক অনুকূল হইয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিতেছেন। কি সুধাময় তাঁহার সহবাস! কি মধুময় তাঁহার স্পর্শ-সুখ! জানি না কেমন করিয়া আমরা ইহার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। তাঁহার করুণায় প্লাবিত হইয়া শরীর রোমাঞ্চিত ও মন উত্তজ্জিত হইয়াছে। হে ঈশ্বর! এখন আর তোমার নিকট তোমা ভিন্ন কি প্রার্থনা করিব। এই প্রার্থনা করি যে তুমি চিরদিন অনুকূল থাক, আর আমরা তোমাকে চিরদিন হৃদয়-ধামে এমনি করিয়া দর্শন করি। তোমার প্রেম-মুখ দেখিতে দেখিতে তোমার প্রেম গাইতে গাইতে যেন জীবন অবসান হয়।

হে জীবননাথ জীবনদাতা! নব বর্ষের এই প্রথম মুহূর্ত্তে আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। হে শরণাগত-বৎসল! আমাদিগকে তোমার চরণে স্থান দাও। আমরা যে তোমা ভিন্ন বাঁচি না। আমরা যে তোমা ভিন্ন এক পদ অগ্রসর হইতে পারি না। আমাদের জীবন-সমুদ্রে কত ভীষণ তরঙ্গ—কত গুপ্ত পর্ব্বত ও প্রবল ঝটিকা রূপ বিপদ সকল আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। কেমন করিয়া এই সকল অতিক্রম করিয়া সেই শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মধামে উপস্থিত হইব ভাবিয়া আকুল। নাথ! এই অকূল সমুদ্রে তুমি আমাদের একমাত্র ভরসা—একমাত্র অবলম্বন। তোমার চরণ-তরণী ভিন্ন ইহার পরপারে যাইতে আমাদের কিছুমাত্র সাধ্য নাই। নাথ! তুমি এ জীবন-সমুদ্রে একমাত্র কাণ্ডারী। তোমার হস্তে আমরা আত্ম সমর্পণ করিয়া নির্ভয় হই। তুমি আমাদিগকে সকল প্রকার ভয় ও বিপদ হইতে রক্ষা কর। হে বিপদ-বারণ—দুর্ব্বলের বল অসহায়ের সহায়! আমরা করযোড়ে তোমাকে ডাকি, তুমি আমাদিগকে সম্যক প্রকারে রক্ষা কর।

"অভয় দাতাহে—শরণ লই তোমার।
যদি পাই তব চরণ-ছায়া নাহি ডরি করাল কালে"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্যামবাজার অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮০৩ শক, ২০ বৈশাখ, রবিবার।

আমারদের পরম সৌভাগ্য যে ভারতের অরণ্যের ব্রহ্ম-বিদ্যা এখন নগর-গ্রামে আলোচিত হইতেছে; নির্জ্জন বনের, নিভৃত কুটীরের, নিস্তব্ধ গিরিগুহার ব্রহ্ম-পূজা এখন বাণিজ্য-পূর্ণ নগরে, জনাকীর্ণ গ্রামে, সুসম্পন্ন-গৃহস্থ-ভবনে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঈশ্বরেরই ভৌতিক-নিয়ম-প্রভাবে যেমন হিমালয়ের গঙ্গানদী, ফল-শস্যে পূর্ণ করিবার জন্য নিম্নতল বঙ্গের বক্ষ দিয়া প্রবাহিত হওত সাগর-গর্ভে নিপতিত হইতেছে, তেমনি সেই করুণাময় পরমেশ্বরেরই মঙ্গল-ইচ্ছা-বলে ব্রহ্মাবর্ত্তের শান্তি-গর্ভ, মুক্তি-প্রদ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রবাহ নানা দিগ্‌দেশ উল্লঙ্ঘন করত নির্জীব বঙ্গবাসিদিগের জীবন-জ্যোতি, শান্তি-মঙ্গল বিধান করিবার জন্য এই বলহীন জ্ঞান-হীন মলিন দেশে অবতীর্ণ হইয়াছে। বঙ্গবাসিগণ যদি গঙ্গার নির্ম্মল সলিল পান এবং তাহাতে অবগাহন করেন; আপন-আপন উদ্যান-ক্ষেত্রে তাহা সিঞ্চন করেন, তাহা হইলে যেমন তাঁহারদের স্বাস্থ্য-সম্পদ, ফল-শস্য লাভ হয়, তেমনি সেই অরণ্যের পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান-প্রবাহ, যাহা এখন বঙ্গের নগর-গ্রামে, দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইতেছে, আমরা যদি তাহা আগ্রহ ও আদরের সহিত গ্রহণ করত তদ্দ্বারা

আত্মাকে অভিষিক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারদের নির্জ্জীব আত্মা সজীব হইয়া উঠে, আমারদের সন্তপ্ত হৃদয়ের অন্তর-জ্বালা একবারে তিরোহিত হইয়া যায়, আমারদের প্রকৃতি-প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হওত নূতন-ভাব নবতর বলবীর্য্য ধারণ করিতে পারে।

ব্রহ্ম-জ্ঞান আলোচনা, ব্রহ্ম-পূজার অনুষ্ঠান জন্য এখন নানাবিধ গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, নগর-পল্লী প্রভৃতি নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইতেছে, উপদেশ বক্তৃতার উচ্চ রবে গগনমণ্ডল কম্পিত হইতেছে, অথচ কেন তাহা এখানকার নর-নারীর হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না? কেন আত্মার সর্ব্বস্ব-ধন পরমেশ্বর আত্মাতে সর্ব্বক্ষণ স্থান পাইতেছেন না? কেন তাঁহাকে আমরা আমারদের যন্ত্রী মন্ত্রী, নেতা-নিয়ন্তা রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না? কেবল যথা-পদ্ধতি সাধন-তপস্যার অভাবেই তিনি আমারদিগের দ্বারা লব্ধ হইতেছেন না। বর্ত্তমানের ব্রহ্ম-সাধন বা ব্রহ্ম-পূজা যেন একটী কৌতূহল চরিতার্থের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের উদ্যমে যেমন যুবকদল নানাবিধ সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা বা ব্রহ্ম-উপাসনা করাও যেন তেমনি একটী যৌবনোচিত সাময়িক কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সংসার-প্রবেশ বা বিষয়-কার্য্য অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন তাঁহারদের অপরাপর কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি উৎসাহ অনুরাগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তেমনি অনন্তকাল-প্রতিপাল্য ধর্ম্ম-ব্রতও সাধন-তপস্যা অভাবে অকালে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। ইহার পর এ দেশের দুর্গতি দুর্দ্দশা আর অধিক কি হইতে পারে? ইহা কে না জানে যে বিশেষ যত্ন-চেষ্টা, শিক্ষা-সাধন ভিন্ন সংসারে কোন-পদার্থই লব্ধ হয় না। কি বল-বীর্য্য, কি ফল-শস্য, কি জ্ঞান-বিজ্ঞান, পরিশ্রম ভিন্ন কিছুই লাভ করা যায় না। বল-প্রার্থী ব্যক্তি কি উৎকট পরিশ্রম করিয়াই ব্যায়াম শিক্ষা করেন, তবে তাঁহার শরীর দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ কষ্টসহ ও কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে। কৃষক কি দুঃসহ কষ্টই স্বীকার করিয়া ভূমি-কর্ষণ বীজবপন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করেন, তবে তাঁহার ফল-শস্য লাভ হয়। বিদ্যার্থী কত কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করিয়া দিবারাত্রি অননামনা অনন্যকর্ম্মা হইয়া অধ্যয়ন অনুশীলনে নিযুক্ত থাকেন, তাহাতেই তাঁহার মনোভাণ্ডার দুর্লভ জ্ঞান-বিজ্ঞান-রত্নে পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহারই বলে তিনি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শ্রম-বিনিময়ে ধন-রত্ন, সুখ-সম্পদ লাভে সমর্থ হয়েন। বিনা পরিশ্রমে যখন পৃথিবীতে কোন কার্য্যই সুসম্পাদিত হয় না, তখন যে বিনা শ্রমে সকল জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা সকল বিদ্যার সার ব্রহ্ম-বিদ্যা লব্ধ হইবে, কোন ক্রমেই তাহার আশা করা যায় না। এখানকার ধন-সম্পদ্ সুখ-সৌভাগ্য সকলই অস্থায়ী; সকলেরই সঙ্গে মনুষ্যের অতি অল্প কালের সম্বন্ধ, অথচ সেই সকল অচির বস্তু লাভের জন্য তাহাকে কতই উৎকট পরিশ্রম কতই দুঃসহ কষ্ট সম্ভোগ করিতে হয়। অথচ যে বস্তু আমারদের চিরকালের উপভোগ্য, চিরদিনের সঙ্গী, অনন্ত কালের শিক্ষনীয় ও সেবনীয় তাহা কি বিনা-যত্নে লব্ধ হইবে?

"শ্রমাধীনং জগৎসর্ব্বং শ্রমাধীনং পরন্তপঃ"

জগতের সকল কার্য্যই যেমন শ্রমাধীন, তেমনি তপস্যাও যার পর নাই শ্রম-সাধ্য। প্রার্থী না হইয়া, যেমন উচ্চতম বিদ্যালয়ে উন্নত-জ্ঞান অধ্যাপকদিগের সন্নিধানে উপনীত হইলেও কোন রূপেই বিদ্যালাভ হয়

না, তেমনি সেই অমৃত-ধনের ভিখারী না হইয়া শোভনতম ব্রাহ্মসমাজেই গমন কর, আর জ্ঞানিপন্ন উপদেষ্টাদিগের উপদেশ বক্তৃতাই শ্রবণ কর, কিছুতেই ব্রহ্ম-লাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। বিদ্যা-শিক্ষা করিতে গেলে যেমন আগ্রহ, অনুরাগের সহিত শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, শিক্ষক অধ্যাপকদিগের অনুগত থাকিয়া শান্ত-সমাহিত-চিত্তে তাঁহারদের উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিতে হয় এবং আলোচনা ও অনুশীলন দ্বারা লব্ধ উপদেশ সকল হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখিতে হয়, মনোবৃত্তি-সকলের উৎকর্ষ-সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হয়, তেমনি ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভের জন্য ব্যাকুল অন্তরে উপাসনা-ক্ষেত্রে, গুরুজন-সন্নিধানে উপস্থিত হইতে হয়। সামাজিক উপাসনা লোক-শিক্ষা জ্ঞানোন্নতি ও উৎসাহ-বর্দ্ধন জন্যই বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু একাকী নির্জ্জন প্রদেশে শান্ত সমাহিত হইয়া অনন্যমনে ব্রহ্ম-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে সাধক নিশ্চয়ই সিদ্ধি-লাভ করেন।

"একান্তে নির্জ্জনে দেশে সিদ্ধোভবতি নিশ্চিতং"।

চরিত্র-শোধন, ইন্দ্রিয়-সংযম, দর্শন-শ্রবণ, মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতি আত্ম-যত্ন আত্ম-চেষ্টা দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। সাধু-সঙ্গ, গুরু-উপদেশ প্রভৃতি এই সকল গুরুতর উচ্চতর কার্য্য-সাধনে সাহায্য ও উপলক্ষ মাত্র। আমারদিগের অন্ন পানি অন্যে প্রস্তুত করিয়া আমারদিগের সম্মুখে ধারণ করিতে পারে, কিন্তু সেই সকল গ্রহণ ও জীর্ণ করা যেমন আমারদিগের নিজ নিজ শক্তি-সাপেক্ষ, তেমনি সৎ-গ্রন্থ ও সদুপদেশ সকল আমরা অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতে পারি কিন্তু সংযম ও প্রত্যাহার-গুণে একাগ্র-হৃদয়ে অধ্যয়ন-শ্রবণ করত মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা তৎসমূহ অন্তরে পোষণ ও পরিপাক করা আপন আপন যত্ন-চেষ্টা-সাধ্য। এইরূপে আত্ম-চেষ্টায় গুরুজন-উপদেশে ঈশ্বরে আস্থা-অনুরাগ, প্রীতি-নিষ্ঠার উদ্দীপন হইলে ক্রমে আমরা ব্রহ্ম-লাভে সমর্থ হইতে পারি।

ঈশ্বর বিষয়ের অতীত পদার্থ, তাঁহাকে লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মকে জ্ঞান-চক্ষে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করা যারপরনাই যত্ন চেষ্টা, সাধন তপস্যা-সাপেক্ষ এই জন্যই বিষয়-বিমুগ্ধ, সাধন-বিমুখ জনগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই চক্ষুর অগোচর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য ঈশ্বরকে কোন-রূপেই লাভ করা যায় না। আমরা কি অন্ধের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই শোভা-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ পৃথিবীকে এবং চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত অসীম আকাশকে কেবল তমসাচ্ছন্ন বলিয়া অবগত হইব? না চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ যাহা বলেন চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাহাই দেদীপ্যমান সন্দর্শন করিব? ভারতের জ্ঞান-বৃদ্ধ, তপস্যা-নিপুণ, যোগ-সিদ্ধ পূর্ব্বতন ঋষিগণ বহু সাধন ও তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সেই তেজঃ-পূর্ণ উৎসাহকর বাক্য তোমরা এই মাত্র শ্রবণ করিলে যে

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্ম-বিদাপ্নোতি পরং"

"তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্ম-জ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।" যাঁহারা যত্ন চেষ্টা, সাধন তপস্যা দ্বারা বিষয়াতীত পর ব্রহ্মকে করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ লাভ করিয়া পশ্চাৎগামী জনগণকে ব্রহ্ম-সাধনে উৎসাহিত করিবার জন্য যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারদের সেই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে উৎসাহিত হও। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্ম-সাধন-বিষয়ে কোন নিয়ম-পদ্ধতিই দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এখন যদি বলা

যায়, যে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির জন্য তোমরা তপস্যা কর, তাহা হইলে হয় তো এই বাক্যটি সকলের পক্ষে সুখকর হইবে না। তপস্যা শব্দ উচ্চারণ করিলে হয় তো কেহ বুঝিবেন যে, স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস, অনশন, অগ্নিসেবাদি দ্বারা শরীর শোষণ করাই তপস্যার লক্ষ্য! বস্তুতঃ তপস্যা শব্দের এরূপ হেয় অর্থ তাৎপর্য্য নহে। এই সকল কৃচ্ছ্র-সাধন দ্বারা কদাচ পরব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। তপস্যা ত্রিবিধ, শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক।

১ম। "দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥"

দেব দ্বিজ, গুরু প্রাজ্ঞ-জন সেবা, দৈহিক পবিত্রতা, সরলতা, সংযম ও অহিংসাকেই শারীরিক তপস্যা বলে।

যাঁহারা সাধারণ জনগণ হইতে জ্ঞান-বৃদ্ধ, প্রেমোন্নত, যোগ-সিদ্ধ তাঁহারা দেব-শব্দের বাচ্য। ধর্ম্ম-সংস্কার দ্বারা যাঁহারদের আত্মা সংস্কৃত হইয়াছে, সাধন-তপস্যা-বলে যাঁহারদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া নবতর ভাব ধারণ করিয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে দ্বিজ নামের যোগ্য। পিতামাতা, আচার্য্য উপদেষ্টা প্রভৃতি গুরু-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানী বহুদর্শী নানা শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণই যথার্থ প্রাজ্ঞ, ইহাঁদের অনুগত থাকিয়া—ইহাঁরদের পবিত্র সন্নিধানে অবস্থান করত চরিত্রসংশোধন, পবিত্রতা ও সরলতা অভ্যাস করা এবং অহিংসক হওয়াই শারীরিক তপস্যা।

২য়। "অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।"

উদ্বেগকর বাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাক্যত হওয়া, সত্য, প্রিয় এবং হিতকর বাক্য বলা, এবং পরমার্থ-বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়নে নিপুণ হওয়া বাচিক তপস্যা।

৩য়। "মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপোমানসমুচ্যতে।"

চিত্তপ্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মিতভাষিতা, আত্ম সংযম ও ভাবশুদ্ধি এই কএকটিকেই মানসিক তপস্যা কহে।

হে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু সাধু-সজ্জন সকল! মুক্ত হৃদয়ে বল দেখি, ব্রহ্ম-সাধন-উদ্দেশে এই ত্রিবিধ তপস্যার মধ্যে, কোন্ তপস্যায় আমরা সিদ্ধি লাভ করিয়াছি? অথবা কোন্ প্রকার তপস্যার অনুষ্ঠানে আমরা দৃঢ়ব্রত হইয়া রহিয়াছি? দেব দ্বিজ, গুরু প্রাজ্ঞ-জন প্রভৃতির অধীনে থাকিয়া তাঁহারদের উপদেশ দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হওয়া দূরে থাকুক, আমরা স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা জ্ঞান করিয়া যথেচ্ছ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওত ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট-সাধনেই নিযুক্ত রহিয়াছি। বিষয়াসক্তি-বিমুখ, সত্য-প্রিয়, ঈশ্বর-প্রাণ প্রকৃত তত্ত্বদর্শী সাধু সদাশয় ব্যক্তির সারগর্ভ অমূল্য উপদেশ সকল আমারদের কর্ণে স্থান প্রাপ্ত হয় না; আমরা আমারদের দূষিত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির অনুরূপ উপদেশ দৃষ্টান্তেই উত্তেজিত ও চালিত হইয়া ক্রমে ধর্ম্ম হইতে—ঈশ্বর হইতে বহু দূরে নিপতিত হইতেছি। ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা অভ্যাস দূরে থাকুক, আমরা নানা বিষয়ে অসংযমী ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া ক্রমে সাধন-সুলভ সদ্‌গুণ সমূহে জলাঞ্জলি দিতেছি।

বাক্‌যত হওয়া, সত্য প্রিয় হিতকর বাক্য প্রয়োগ করা দূরে থাকুক, আমরা যৌবনের মত্ততায় দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া কত সময়ে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ রুক্ষ বাক্যাদি দ্বারা কত শত লোকের মনে নিদারুণ মর্ম্ম-বেদনা প্রদান করিতেছি। তজ্জনিত পশ্চাৎতাপে অনুতপ্ত না হইয়া বরং আপনারদিগকে সত্যপ্রিয়, তেজস্বী বলিয়াই অভিমান করিয়া

থাকি। ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অভ্যাস করা যে একটী সাধকোচিত মহদ্‌গুণ, তাহাতে আমারদের মধ্যে কয় জনের বিশেষ অনুরাগ ও আসক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে? আমরা পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান দ্বারা নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব সকল অবগত হইতে দৃঢ়ব্রত হই না, অন্যের চিন্তা ও আলোচনার ফল লইয়াই দিন কতক আন্দোলন আস্ফালন করত পরে ধর্ম্মব্রতানুশীলনে উদাসীন হইয়া পড়ি। এই জন্য ধর্ম্ম আমারদের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায়, আদর-অনুরাগের বিষয় হয় না। এই কারণেই বিষয়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যৌবনের তরঙ্গ-তুফানের মধ্যে, ঈশ্বরের সহিত যুক্তমনা যুক্তাত্মা হইয়া অটল ভাবে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে পারি না। এই কারণেই প্রথমে যাঁহাকে ধর্ম্মানুরাগী বলিয়া দৃষ্ট হয়, পরে তাঁহাকে ধর্ম্ম-বিদ্বেষী হইতে দেখা যায়! এই হেতুই প্রথমে যাঁহাদিগকে প্রকৃত সংযমী, বিশ্বাসী, ধর্ম্মপরায়ণ, পরম উৎসাহী বলিয়া অবগত হওয়া যায়, পরে তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছাচারী, অবিশ্বাসী ধর্ম্ম-দ্বেষী, উদ্যম-উৎসাহ-শূন্য দৃষ্ট হইয়া থাকেন! কোথায় বয়োবৃদ্ধি-সহকারে অনুরাগ উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে, কোথায় বুদ্ধির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরে আস্থা ও নির্ভরের ভাব অধিকতর হইতে থাকিবে, কোথায় সাধুতা সরলতা উদারতা বৃদ্ধি পাইবে, না তাহার বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার পর হৃদয়-বিদারক শোচনীয় ঘটনা আর অধিক কি হইতে পারে? ইহাতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে আমরা এখন পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-লাভে সমর্থ হই নাই, কেবল সোপান-পরম্পরায় ঘূর্ণিত হইতেছি। এখনও ঈশ্বর আমারদিগের দ্বারা আত্মার আরামস্থল, শান্তি-নিকেতন, নির্ভর-ভূমিরূপে লব্ধ হয়েন নাই, তিনি কেবল আমারদিগের বাক্য জল্পনার বিষয় হইয়াই রহিয়াছেন। একবার তাঁহাতে চিত্ত সন্নিবেশিত হইলে, একবার অন্তশ্চক্ষু তাঁহার অতুলন সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে, একবার মানস-রসনা সেই অনুপম আনন্দ-রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হইলে, একবার তিনি প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মা রূপে লব্ধ হইলে, কোনরূপেই চিত্ত তাঁহা হইতে বিচ্যুত হয় না। "অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ" যে নদী একবার সমুদ্র-গতা হইয়াছে, সে যেমন আর অদ্যাপি প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই, তেমনি যে আত্মা একবার ব্রহ্মসংস্থিত হইয়াছে, সে আর তাঁহা হইতে কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হয় না। এই সাধন তপস্যার অব্যর্থ ফল, এইই ব্রহ্মোপাসনার প্রত্যক্ষ পুরস্কার। অতএব আইস, সকলে ব্রহ্মসাধনে দৃঢ়ব্রত হই, সেই জগতের সম্ভজনীয় পরম দেবতাকে আপনাপন গৃহ-পরিবারের মধ্যে গৃহদেবতারূপে তাঁহার নিত্য সেবায়, নিত্য পূজায় প্রবৃত্ত হই, তাঁহাকে স্ব স্ব আত্মার পুরস্বামীরূপে জাজ্বল্যমান সন্দর্শন করত, তাঁহারই আদেশে সংসার-ধর্ম্ম পরিপালন করি। সেই অন্তরতম প্রিয়তম ঈশ্বরকে আর কত দিন বাহিরে বাহিরে সন্দর্শন করিব? আর কতকাল বাক্য-উপচারে তাঁহার অর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিব? যখন সেই অরণ্যের ব্রহ্মবিদ্যা, নির্জ্জনের ব্রহ্মসাধন, বঙ্গের নগর গ্রাম পল্লীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে, হে বঙ্গবাসী সকল! ভক্তি-নম্র হৃদয়ে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া আত্মার অন্তরে তাঁহাকে স্থান দান কর। শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি উপচারে তাঁহার নিত্য-পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া জীবনের সাফল্য সম্পাদন কর। সেই ব্রহ্ম-পূজার দ্বারাই বঙ্গদেশের দুর্ব্বলতার পরিহার হইবে, সেই

ধর্ম্মসাধন-প্রভাবেই এখানকার পাপ তাপ মলিনতা অন্তরিত হইয়া যাইবে। বঙ্গের সহস্রবিধ অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য সম্ভাব, শান্তি মঙ্গল আবির্ভূত হইবে।

হে পরমাত্মন্! তুমি যখন আমারদের গতি-মুক্তির জন্য তোমার পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞানকে এই মলিন দেশে প্রেরণ করিয়াছ, আমারদিগকে সত্য-পথ-ভ্রষ্ট বিপন্ন দেখিয়া স্বয়ংই আমারদের নেতা উপদেষ্টারূপে আবির্ভূত হইয়াছ, তখন আর আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আমরা সহস্র দোষে দোষী, সহস্র পাপে পাপী হইলেও তুমি ভিন্ন আর আমারদিগের গতি নাই। তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব, এইই প্রার্থনা করি যে "যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব" "যাহা ভদ্র যাহা কল্যাণ তাহাই আমারদের মধ্যে প্রেরণ কর।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ঋগ্বেদসংহিতা হইতে আর্য্যদিগের পরিজ্ঞাত আর কতকগুলি জ্যোতিষ-তত্ত্বের উন্মেষ হয়। প্রথম মণ্ডলের ৮৪ সূক্তের ১৫ ঋক হইতে আমরা অবগত হই যে স্বকক্ষে ভ্রমণশীল চন্দ্রের উদকময় স্বচ্ছ বিম্বে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া কিরণত্ব লাভ করে; অর্থাৎ দিবসের ন্যায় নৈশ তিমির নিবারণ করিয়া সকল বস্তু প্রকাশ করে। এস্থলে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য নিরুক্ত গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সৌর রশ্মি চন্দ্রকে প্রদীপ্ত করে এবং চন্দ্রের স্বকীয় দীপ্তি নাই (১)। পুনর্ব্বার ১০৫ সূক্তের প্রথম ঋকে লিখিত আছে "জলময় মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যরশ্মিযুক্ত চন্দ্র আকাশে ভ্রমণ করিতেছেন (২)। আরও চতুর্থ অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গের শেষ ঋকে উক্ত আছে যে অসুরকুল-জাত স্বর্ভানু (রাহু) সূর্য্যকে তমঃ (নিজচ্ছায়া) দ্বারা বিদ্ধ অর্থাৎ গ্রস্ত করে এবং অত্রিবংশীয় ঋষিগণ এই তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। অন্য কেহ সূর্য্যমণ্ডলের কোন তত্ত্ব বিদিত হইতে পারে নাই (৩)। এবম্প্রকার মন্ত্র সকল হইতে প্রমাণিত হয় যে বৈদিক ঋষিরা চন্দ্রের প্রতিফলিত আলোক এবং গ্রহণের কারণ জানিতেন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভস্, নভস্য, ইষ, ঊর্জ্জস্, সহস্, সহস্য, তপস্ তপস্য এই দ্বাদশ সৌর মাস নির্ণীত হইয়াছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের সপ্তদশ অধ্যায়ে এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত, অর্ব্বুদ, ন্যর্ব্বুদ, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত, এবং পরার্দ্ধ এইরূপ গণনা-প্রণালীর নির্দ্দেশ আছে। পরার্দ্ধের উপর আর গণনা নাই। ইত্যাদি স্থল হইতে আর্য্যদিগের অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৭৭ সূক্তের তৃতীয় ঋকে উল্লিখিত আছে যে আর্য্যজাতি প্রথমে অগ্নির স্তব করিয়াছিল।

---

(১) অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্।
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে॥ ১। ৮৪। ১৫

"অত্রাহ অস্মিন্নেব গোর্গন্তশ্চন্দ্রমসোগৃহে মণ্ডলে ত্বষ্টুরাদিত্যস্য সম্বন্ধি অপীচ্যং রাত্রৌ অন্তর্হিতং স্বকীয়ং যৎ নাম তেজঃ তৎ আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ ইত্থা অনেন প্রকারেণ অমন্বত অজানন্। অত্র নিরুক্তম্। অথাপ্যস্যা একঃ রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতিদীপ্যতে তৎ এতেন উপেক্ষিতব্যম্ আদিত্যতোস্য দীপ্তির্ভবতীতি।" সায়ণঃ।

(২) চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।
১ম ১০৫ সূ ১ ঋ

(৩) যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্বিন্দন্ নহ্যন্যে অশক্নুবন্॥
৫ম ৪০ সূক্ত ৯ ঋক্।

৮৩ সূক্তের পঞ্চম ঋক্ পাঠ করিয়া জানা যায় যে অথর্ব্ব এবং কাব্য উশনাঃ প্রথমে আর্য্য-সমাজে যজ্ঞের প্রচার করেন। এই প্রাচীন ঋষিদ্বয় যজ্ঞপ্রবর্ত্তক। ইহাঁদের পূর্ব্বে যজ্ঞ ছিল না। ৯৬ সূক্তের তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকে উক্ত আছে যে আর্য্যজনগণ সর্ব্ব-প্রথমে যজ্ঞসাধক ধনদাতা অগ্নিদেবকে উপাসনা করে এবং মাতরিশ্বা অগ্নি আর্য্য-দিগকে উপাসনা-পদ্ধতির উপদেশ দেন। ৬৮ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে পরাশর ঋষি বলি-তেছেন "হে অগ্নিদেব, আপনার সেবা এবং উপাসনা করিয়া অনেক ব্যক্তি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ৮৬ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে গো-তম ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন "হে মরুদ্গণ, আমরা আপনাদিগের আশ্রয়ে বহু সংবৎসর বাস করিয়া যেন আপনাদিগের উপাসনা করিতে পারি।" ৯৪ সূক্তের নবম ঋকে কুৎস ঋষি অগ্নিদেবকে দুষ্টাভিশংসী নাস্তিক-দিগকে হনন করিতে এবং রাক্ষসাদি বিঘ্ন-কারকদিগকে বিনাশ করিতে বলিতেছেন। ইহার পূর্ব্বঋকে পাপ-বুদ্ধি রিপু সমূহের উপর অভিশাপ দিবার কথা আছে। যজমান সর্ব্বদা আত্মরক্ষা, দারিদ্রশান্তি, সৌভাগ্যো-দয়, ধর্ম্ম-বুদ্ধি-লাভ এবং পাপ-বুদ্ধি-নাশের নিমিত্ত দেবগণ-সকাশে প্রার্থনা করিতেন। ৯৯ সূক্তের প্রথম ঋকে কশ্যপ ঋষি অগ্নি-দেবের নিকট পাপ-পারাবার ও দুঃখার্ণব উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই ঋকে লিখিত আছে "যদ্রূপ কোন পোত-চালক কোন ব্যক্তিকে সমুদ্র পার করিয়া দেয়, তদ্রূপ অগ্নিদেব আমাদিগকে সকল দুঃখ এবং সকল পাপ অতিক্রম করাইয়া দুঃখ-রহিত এবং পাপ-রহিত প্রদেশে উত্তীর্ণ করাইয়া দিবেন।" আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-প্রবণতা এবং পাপ-পরাঙ্মুখতা ঋগ্বেদসংহিতার প্রায় সর্ব্বস্থানেই স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ ধর্ম্মানুরাগসম্পন্ন জাতি ভূমণ্ডলে আর আছে কি না সন্দেহ।

প্রথম মণ্ডলের ৬৪ সূক্ত হইতে আমরা জ্ঞাত হই যে রুদ্র-পুত্রগণ সুন্দর আভরণ দ্বারা স্বশরীর অলঙ্কৃত করিতেন, উরোদেশে রুক্মু বা হার পরিধান করিতেন এবং স্কন্ধ-দেশে ঋষ্টি বা ভল্ল ধারণ করিতেন। ইহাঁরা সর্ব্বজ্ঞ, শরক্ষেপণশীল, সিংহনাদী, সর্পবৎ ক্রোধপ্রবণ এবং রুরু-মৃগবৎ স্বরূপ ছিলেন। এই সূক্ত-রচয়িতা ঋষি একস্থলে প্রার্থনা করি-তেছেন "হে রুদ্রাত্মজ মরুদ্গণ! আমরা যেন বিদ্বান্, ধনোপার্জ্জক এবং যশস্বী পুত্র পৌত্র লাভ করিতে পারি এবং তাহারা যেন শত বৎসর জীবিত থাকে (৪)। ৭৩ সূক্তেও এই রূপ ইচ্ছা প্রকাশ দৃষ্ট হয়। ৮৯ সূক্তে উক্ত হইয়াছে যে শত বৎসর মনুষ্যেরা জীবিত থাকে, শত বৎসর শেষপ্রায় হইলেই জরা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ শরীর জীর্ণ হইয়া মৃত্যু ঘটে। বেদে শরদ্, হিম প্রভৃতি বৎসর-বাচক শব্দ। এতদ্দ্বারা স্থির হইতেছে যে বৈদিক কাল হইতেই মনুষ্যের আয়ুষ্কাল শত বর্ষ। সুতরাং পুরাণাদি বেদোত্তর গ্রন্থে সহস্র বৎসর জীব-নের কথা চিন্তনীয়।

তৃতীয় মণ্ডলের ৩২ সূক্ত ১৫ ঋক হইতে উপলব্ধি হয় যে, বৈদিক কালে রাজপথ জলসিক্ত হইত। এই ঋকে উৎসেচক (ভিস্তি)দিগের কোশ অর্থাৎ জলাধার পাত্র সকল পূরণ করিবার কথা আছে। তৃতীয় মণ্ডলের৩৩ সূক্তের ৯ ঋকে দেখা যায় যে তৎকালে শকট এবং রথ প্রচরদ্রূপ ছিল

(৪) "ধনস্পৃতং উক্থ্যং বিশ্বচর্ষনিং তোকং পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ"

"সুরয়ঃ শতহিমা নো অশ্যুঃ" (প্রাপ্নুয়ুঃ) ১।৭৩।৯

"শতমিৎহু শরদো অন্তি দেবাঃ" ১।৮৯। ৯

(অন্তি মনুষ্যাণামন্তিকে)

এবং লোকেরা বহুদূর হইতে উহাতে আরোহণ করিয়া যাতায়াত করিত। প্রথম মণ্ডলের ৯২ সূক্তের চতুর্থ ঋকে নর্ত্তকী বা নটীর উল্লেখ আছে এবং সে সময়ে নটীরা নানাবিধ রূপ পরিগ্রহ করিত বলা হইয়াছে। ৮৫ সূক্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে দানশীল মরুদ্‌গণ সোমরসপানে হৃষ্ট হইয়া বীণ বা মুরলী বাজাইতেন। ৬৬ সূক্তে প্রদীপ্ত-ফলক দিধ্যুৎ বা শরের এবং ৯৯সূক্তে অতিথি ও অতিথি-সৎকারের উল্লেখ আছে। ৭৬ সূক্তে কথিত আছে যে গৃহস্থগণ অতিথির যথোচিত সমাদর করিবেন। ৬২ সূক্তে বহুবিবাহের প্রস্তাব আছে। তৎকালেও এখনকার মতন বহুপত্নী এক পতির পরিচর্য্যা এবং এক পতিকে ভজনা করিত। এক পুরুষের বহু স্ত্রী যে ক্লেশদায়ক তাহা ১০৫ সূক্তের ৮ ঋকে উক্ত হইয়াছে। তখন এক নারীরও দুই পতির সহিত বিবাহ হইত ইহা ১১৯ সূক্ত পঞ্চম ঋক হইতে অনুমিত হয়। সে সময়ে গুণরহিত ব্যক্তিকে বিবাহার্থে কন্যাদাতাকে বহু ধন দিতে হইত। কন্যা পাত্রসাৎ করিবার নিমিত্তও কন্যার পিতা বা মাতাকে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে হইত। এখনকার ন্যায় তখনও নির্গুণ পুরুষের বিবাহ বহু ব্যয়ে সম্পন্ন হইত। প্রথম মণ্ডলের ১০৮ এবং ১০৯ সূক্ত হইতে এই সকল বিষয়ের প্রতীতি জন্মে। ১০৪ এবং ১১৫ সূক্ত পাঠে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তখন সমাজে স্ত্রীকাম ও লম্পট লোকের অভাব ছিল না। ইহারা কুপাত্রে বিত্ত ব্যয়িত করিত এবং যুবতী স্ত্রীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে হস্তগত করিবার জন্য তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া বেড়াইত। তৎকালে সমাজে চৌর ও দস্যুর অসদ্ভাব ছিল না। প্রথম মণ্ডলের ৬৫, ১০৪ প্রভৃতি সূক্ত পাঠ করিলেই হৃদ্বোধ হয় যে চৌর এবং দস্যুগণ নানা প্রকারে পরস্ব অপহরণ করিত। সকল সভ্য সমাজেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। আমরা এক জন সুপণ্ডিত ইংরাজের নিকটে শুনিয়াছিলাম যে লণ্ডন নগরে ত্রিংশৎ সহস্র চৌর আছে। ইহা সমাজের নিন্দার বিষয় নহে। সমাজের উন্নতি ঘটিলেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দোষের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১০৮ সূক্ত হইতে তৎকালে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহাঁদের মধ্যে কিন্তু আধুনিক জাতিভেদ ছিল না। ইহাঁরা কার্য্যভেদে বিভিন্ন ছিলেন। এই সূক্তেই যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু এবং পুরুর বংশোৎপন্ন মনুষ্যদিগের অগ্নির উপাসক বলিয়া বর্ণনা আছে। শততম সূক্ত হইতে বৃষাগির মহারাজের পুত্রগণ, ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব প্রভৃতি অগ্নির উপাসকদিগের নাম জানা যায়। সুধন্বা ঋষির পুত্রগণ স্বকর্ম্ম-বলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং একবৎসরান্তে সূর্য্যবৎ তেজস্বী হইয়াছিলেন। বুভুৎসিতার্থলাভের নিমিত্ত সামাজিক লোকেরা পণ্ডিতগণের পূজা করিতেন এবং তাঁহাদিগের অনুগত থাকিতেন। ১১২ সূক্তে সূর্য্যগ্রহণের কথা আছে এবং এই সূক্ত হইতে আরও বিদিত হওয়া যায় যে দুই অশ্বিনদেব অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজাখ্য ঋষিকে দৃষ্টিশক্তি ও গতিশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সূক্তে দীর্ঘশ্রবস্ নামক জনৈক বণিকের এবং মান্ধাতা-নামক জনৈক ঋষির উল্লেখ আছে। ১১৫ সূক্তানুসারে সূর্য্যদেব স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের জীবাত্মা এবং রুদ্রদেব শ্রেষ্ঠ-ভেষজ-প্রদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কবিবর মিল্‌টন সূর্য্যকে পরিদৃশ্যমান জগতের চক্ষু এবং আত্মা

বলিয়াছেন (৫)। অন্যান্য পণ্ডিতেরাও এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যের আলোক পৃথিবীতে যে কত উপকার সাধন করিতেছে তাহা বৈজ্ঞানিকমাত্রই বিজ্ঞাত আছেন। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথমাষ্টকের অষ্টমাধ্যায়ের অশ্বিনদেবতা-বিষয়ক সূক্ত গুলি (প্রথম মণ্ডলের ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০) অশ্বিনদেব-দ্বিতয়ের ভূরি ভূরি অলৌকিক কার্য্য এবং লোকোপকারের সাক্ষ্য দিতেছে। এই সকল সূক্তে বাণবৎ-ক্ষিপ্রগামী রথ, পাদ-শতোপেত অশ্ব-ষট্ক-চালিত যান, অরিত্র-শত-সম্পন্ন নৌ-যান; সুরা-স্রাবণোপযোগী চর্ম্মবেষ্টিত কারতর নামক পাত্রবিশেষ, শতকুম্ভ সুরা, আয়সী জংঘা, অশ্বের দ্বারা আজি (ঘোড়দৌড়) জয়, সুবর্ণখনি প্রভৃতি নানা বিষয় উপন্যস্ত আছে। ১১৬ সূক্তে কথিত আছে তুগ্রাভিধেয় কোন রাজর্ষি দ্বীপান্তরবাসী অরিবর্গ দ্বারা অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়া স্বপুত্র ভুজ্যুকে সসৈন্যে তাহাদিগকে জয় করিতে প্রেরণ করেন। ভুজ্যু রণতরী সজ্জিত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র-যাত্রা করেন। সাগরমধ্যে তাঁহার পোত ভগ্ন হইয়া যায়। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া অশ্বিনদেবদিগকে স্তব করিলে পর, তাঁহারা সচেতনের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, অন্তরীক্ষে গমনক্ষম, এবং জলের সহিত অসংস্পৃষ্ট নৌ-যান দ্বারা তাঁহার রক্ষাসম্পাদন করেন। ইহা একপ্রকার ব্যোমযান বলিয়া বোধ হয়। সায়ণাচার্য্য যান-সম্বন্ধে ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ইহার "ধারণক্ষম, অতিস্বচ্ছতানিবন্ধন জলোপরি গমনশীল এবং অপ্রবিষ্টোদক (যাহার মধ্যে জলপ্রবেশ করিতে পারে না এরূপ সুশ্লিষ্ট) নৌকা" অর্থ করিয়াছেন। মন্ত্রমধ্যে যাহা লিখিত আছে তাহাতে এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে এই নৌ-যান আকাশে গমন করিতে পারিত। ইহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হইত যেন ইহা চৈতন্যবিশিষ্ট এবং ইহার জলের সহিত সম্পর্ক ছিল না। এই নৌ-যান বায়ু-সমুদ্রে বায়ু-প্রভাবে চালিত হইত বলিয়া অনুভব হয়। ভুজ্যু অশ্বিনদেবকে প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ এই যানের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা অত্রি ঋষিকে শত-দ্বার-যুক্ত পীড়া-যন্ত্র-গৃহে অসুরদিগের কর-কবল হইতে পরিত্রাণ করেন। অসুরেরা অত্রিকে উক্ত যন্ত্রের মধ্যে অবাঙ্মুখভাবে প্রবেশিত করিয়া তুষানল দ্বারা বধ করিতে সযত্ন হইয়াছিল। মরুপ্রদেশে পতিত তৃষ্ণাতুর গোতমঋষিও অশ্বিনদেব-প্রসাদে পানীয় প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। জীর্ণাঙ্গ বলী-পলিত-শোভী চ্যবন ঋষি ইহাঁদিগের কৃপাতে পুনর্ব্বার যুবা হইয়াছিলেন। অসুরদিগের দ্বারা অরণ্যমধ্যস্থিত কূপে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত বন্দনঋষি ইহাঁদিগের অনুগ্রহে কূপ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিলেন। খেল নামক নরপতির বিশ্‌পলা নাম্নী মহিষী সংগ্রামে শত্রুদিগের কর্ত্তৃক ছিন্নপাদ হইলে পর রাজপুরোহিত অগস্ত্য ইহাঁদিগের স্তব করিয়াছিলেন। এই স্তব-প্রীত অশ্বিনদেব রাত্রিকালে আগমনপুরঃসর রাজমহিষীর অয়োময় পদ যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। পৌরগণের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত ঋজ্রশ্ব পিতৃশাপে নেত্রহীন হইয়া ইহাঁদের অনুকম্পায় চক্ষুষ্মান্ হয়েন। সূর্য্যসুতা সূর্য্যার স্বয়ম্বরে দেবগণ মিলিয়া এই স্থির করেন যে সকলকেই সূর্য্য অবধি আজি-ধাবন করিতে হইবে; যিনি জয়ী হইবেন অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যের নিকটে সমুপস্থিত হইবেন, তিনি সূর্য্যাকে

৫ "Thou sun of this great world both eye and soul" Pling বলিয়াছেন সূর্য্য পৃথিবীর আত্মা (animas mundi) P. L. V. 171.

পাইবেন। এই আজিতে অশ্বিনদেবের জয় হয়। ইহা আজকালের ঘোড়দৌড়ের অনুরূপ। ইহাঁরা কাহার অন্ধত্ব, কাহার বধিরত্ব, কাহার পঙ্গুত্ব আরোগ্য করিয়া দিতেন। কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠিনী ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন নাই। ঘোষা বিষণ্ণা হইয়া পিতৃগৃহে দিবসযামিনী যাপন করিতেন। অবশেষে অশ্বিনদ্বয়ের প্রসাদাৎ তিনি নষ্টকুষ্ঠা হইয়া মনোমত পতি লাভ করেন। ইহাঁরা অসুরদিগের অনিষ্টসাধন করিতেন এবং বিশ্বরূপ অসুরের পুত্রকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাঁরা আর্য্যদিগের দৈন্য-বিমোচনে এবং আনুকূল্যবিধানে অত্যন্ত তৎপর। ইহাঁরা উপাসকের উপকারার্থে বৃক (লাঙ্গল) দ্বারা ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক তাহাতে ধান্য প্রভৃতি বপন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাঁরা যেমন আর্য্যদিগের পক্ষ, তদ্রূপ অনার্য্যদিগের বিপক্ষ ছিলেন। ইন্দ্রের ন্যায় ইহাঁদের হইতেও আর্য্যসমাজের বিস্তর মঙ্গল-কার্য্য সাধন হইয়াছিল।

বৈদিক আর্য্যসমাজে পরিধেয় বসন, উত্তরীয় বসন এবং উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে ত্রিবিধ বস্ত্রের উল্লেখ আছে। উক্ত ত্রিবিধ বস্ত্র কি প্রণালীতে ব্যবহার করা হইত তাহা এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। সূত্র বস্ত্রের প্রচলন ছিল। কেহ উষ্ণীষ বন্ধন করিতেন, কেহ বা শিখা রাখিতেন, কেহ বা অন্যান্য চিহ্ন ধারণ করিতেন। তখন আর্য্যগণ সংস্কৃত ভিন্ন আর এক প্রকার ভাষা প্রয়োগ করিতেন বলিয়া বোধ হয়। যাগযজ্ঞ নিষ্পাদন এবং লিখন পঠনের নিমিত্ত তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত। "যজ্ঞকালে ম্লেচ্ছভাষা বা অপভ্রংশ ভাষাতে কথা কহিবে না;" "যজ্ঞকালে যজ্ঞানর্হ ভাষাতে বাক্য উচ্চারণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে" ইত্যাদি বেদবাক্যার্থ পর্য্যালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে তৎকালে সংস্কৃতেতর ভাষা প্রচলিত ছিল। তাঁহারা এতদূর যজ্ঞপরায়ণ ছিলেন যে যজ্ঞসময়ে অপভাষাপ্রয়োগ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সে কালে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। কখন পশুকামনা করিয়া, কখন পুত্রকামনা করিয়া, কখন ভার্য্যাবাসনা করিয়া, কখন বৃষ্টি-বাঞ্ছা করিয়া এবং কখন বা স্বর্গলাভের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেন। বৃষ্টির প্রয়োজন হইলে কারীরী যাগের অনুষ্ঠান হইত। এই সকল যজ্ঞে নানা জাতীয় ফল মূল, যব ব্রীহি তিল মাষকলাই গোধূম প্রভৃতি কৃষ্টপচ্য শস্য দধি ক্ষীর আমীক্ষা (ছানা নবনীত ঘৃত প্রভৃতি) গব্য সামগ্রী এবং গো অশ্ব মেষ মৃগ অজ প্রভৃতি পশুর মাংস যথাবিধি প্রযুক্ত হইত। প্রত্যেক যজ্ঞেই যে এই সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইত একথা আমরা বলি না। যে যজ্ঞে যেরূপ দ্রব্যের বিধান ছিল, সে যজ্ঞে তাহাই প্রযুক্ত হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি বৈদিক কালে পুরুষমেধ যজ্ঞ কখন কখন হইত। শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার মাধ্যন্দিনী শাখার ৪১ কাণ্ডিকায় ১৩ অধ্যায়ে নরমুণ্ড গ্রহণের এবং যজ্ঞে উহা চয়ন করিবার কথা আছে। এই নরমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজমান শতায়ু হইতেন, কখন বা অমৃতত্ব লাভ করিতেন (৬)। এরূপ ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ যজ্ঞ বৈদিক কালেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, কারণ বিজ্ঞতম বৈদিক ঋষিগণ স্বল্পকাল মধ্যেই ইহার জঘন্যতা ও সমাজ সম্বন্ধে অপকারিতা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালীন ঋষিগণ যজ্ঞে কৃত্রিম নরমুণ্ড স্থাপন করিবার বিধি বন্ধন করিয়া গিয়াছেন।

৬ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক অনুবাদিত যজুর্ব্বেদসংহিতা।

পূর্ব্বে আর্য্যসমাজে প্রচলিত মুদ্রা সকলের উল্লেখ করিয়াছি। ঋগ্বেদসংহিতার এক স্থলে দেখিয়াছি যে রুদ্রদেব দীপ্যমান সুশোভন নিষ্কের মালা কণ্ঠে পরিধান করিয়াছেন। ঋগ্বেদ ও পাণিনি-সূত্রের মতে নিষ্ক একবিধ সৌবর্ণ মুদ্রা। অতএব ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে তৎসময়ে আর্য্যগণ নিষ্কের মালা ব্যবহার করিতেন। এক্ষণেও মোহর বা গিনির মালা কেহ কেহ বালকদিগের কণ্ঠে পরাইয়া দেন। শতপথ ব্রাহ্মণে সুবর্ণনির্ম্মিত শতমান নামক এক-প্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে। মনুসংহিতানুসারে শতমান এক প্রকার রজত-মুদ্রা। সুবর্ণ-মুদ্রা ও রজত-মুদ্রা ব্যতীত কার্ষাপণ নামে তাম্র-মুদ্রারও চলন ছিল (৭)। মুদ্রা চলন যে উন্নত সমাজের একটী মুখ্য লক্ষণ তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর্য্যগণ যে, সমাজের কত রকম উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিয়া আমরা অনুদিন বিস্মিত হইতেছি এবং সেই আর্য্যকুলসম্ভূত বলিয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আর দুই একটী প্রস্তাবে বৈদিক আর্য্যসমাজের কতকগুলি বিবরণ বিবৃত করিয়া, উপসংহারকালে আমরা ইহার সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

স্ত্রীস্বাধীনতা ও প্রাচীন ভারত।

অনেকে বলেন যে পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল। পরে মুসলমান রাজগণের অধিকার-কালে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই কথা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা আদৌ ছিল না। আমরা অবশ্য দেখিতে পাই যে, রাজা দিলীপ যখন বশিষ্ঠাশ্রমে যান তখন তাঁহার ধর্ম্মপত্নী সুদক্ষিণা অনাবৃত রথে তাঁহার সহিত উপবিষ্ট ছিলেন এবং তিনি ঘৃত-ভার-বাহী ঘোষবৃদ্ধদিগকে পথপ্রান্তস্থ বন্য বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহা দ্বারা সহজে অনুমান হয় বটে যে স্ত্রীস্বাধীনতা না থাকিলে প্রকাশ্য পথে সস্ত্রীক রাজা দিলীপের গমন এবং অপরিচিত লোকের সহিত সুদক্ষিণার কথোপকথন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। কেবল এইটি কেন পুরাণাদি অনুসন্ধান করিলে এইরূপ অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এই গুলি প্রাচীন ভারতে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সুতরাং এস্থলে পূর্ব্বে এই রীতি ছিল কি না এক্ষণে তাহার বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতের কোন প্রণালীবদ্ধ প্রাচীন ইতিহাস নাই সত্য কিন্তু এখানকার প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে ইহার সামাজিক অবস্থা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আমরা কেবল স্মৃতি ও পুরাণকে প্রমাণস্থলে লইলাম। কারণ স্মৃতিতে নিয়ম ও পুরাণে তাহার প্রয়োগ। কিন্তু আমরা প্রাচীনতম বৈদিক সমাজের কথা এস্থলে উল্লেখ করিতে চাহি না। কারণ বৈদিক কাল আর্য্যসমাজের শৈশব কাল। তখন সবে ধর্ম্মের উন্মেষ এবং সমাজবন্ধনের সূত্রপাত হইয়াছে। দস্যুদিগের ভাঙ্গিবার চেষ্টা আর্য্যগণের গড়িবার চেষ্টা, উভয় দলে ঘোর সঙ্ঘর্ষ। সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি না থাকিলে সামাজিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপালিত হইতে পারে না। সুতরাং বেদ যদিও আমাদের বক্তব্যের বিরোধী নয় তথাচ আমরা তাহা পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে দেখিব যখন

৭ যদি বিস্মৃত না হইয়া থাকি ঐতিহাসিক রহস্যের তৃতীয় ভাগে "আর্য্যদিগের আচারব্যবহার" শীর্ষক প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ আছে।

সুদৃঢ় নিয়মে সমাজ গঠিত হইয়াছে বেদের সেই পরবর্ত্তী সময়ে স্ত্রীস্বাধীনতার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় কি না।

বেদের পর স্মৃতি। বেদের সমস্ত সদাচারে লোকের প্রবৃত্তিবিধান এবং সমাজ মধ্যে তাহা অব্যাহত রাখিবার জন্য এই শাস্ত্রের সৃষ্টি। এই শাস্ত্রের মধ্যে মনুস্মৃতি সর্ব্বপ্রধান। মনু স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। মনুর এই প্রতিষেধ-বাক্যে অবশ্য অনেকে অনুমান করিতে পারেন যে ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্বে স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল। কারণ পূর্ব্ব-বিধি না থাকিলে পরে তাহার একটা নিষেধ থাকিতে পারে না। আমরা এ কথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না। নিষেধ থাকিলেই যে বিধির পূর্ব্ববর্ত্তিতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। শাস্ত্রে এই বিষয়ে দুই প্রকার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, এক দৃষ্ট কোন রূপ অবৈধ কর্ম্মের নিষেধ, আর একটি অদৃষ্ট কোন রূপ অবৈধ কর্ম্মের কেবল মাত্র আশঙ্কায় নিষেধ, সুতরাং মনুস্মৃতিতে স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ বলিয়া যে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি স্বীকার করিতে হইবে ইহার বিশেষ কোন কারণ নাই। আর যদিও স্বীকার করা যায় তাহা সমাজের কোন্ অবস্থায়? আমাদের অনুমান হয় যে তাহা ঘোর অপরিণত অবস্থায়। এই মনুস্মৃতি আলোচনা করিলে তাহার কতক অভাসও পাওয়া যাইতে পারে।

বোধ হয় যখন সভ্যতার অভ্যুদয় হইতেছে এবং অসভ্যাবস্থার সমস্ত অধিকার ও আচার ব্যবহার সমাজ হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই সেই সময়ে মনু-স্মৃতির উৎপত্তি। এই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য আমরা সংক্ষেপে মনুর দুই একটি স্থল দেখাইয়া দেই। ইহার এক স্থলে আছে 'স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারঃ' অর্থাৎ যে ব্যক্তি জঙ্গল কাটিবে তাহারই ক্ষেত্র। এইটি কোন্ সময়ের অধিকার? আমাদের বোধ হয় অপেক্ষাকৃত পূর্ণ সভ্যাবস্থায় ভূমি অবিভাজ্য থাকে না। কিন্তু যখন গৃহাভাবে লোকের যাদৃচ্ছিক পর্য্যটন নিবৃত্ত হইয়াছে, কৃষি বাণিজ্যের সূত্রপাত হইতেছে এবং বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়া লোকে গৃহী হইতেছে সেই অবস্থারই এই অধিকার। এতদ্ব্যতীত আরও একটি স্থল দেখাই। মনুতে আট প্রকার বিবাহের মধ্যে পৈশাচ বিবাহ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের স্পষ্ট অনুমান হয় যখন সমাজের অসভ্য অবস্থায় স্ত্রীসংগ্রহের জন্য পরস্পর দাঙ্গা হাঙ্গাম হইত, যখন কন্যাদান-প্রথা প্রচলিত হয় নাই এইটি সেই সময়কার ব্যবহার। মনুর সময়ে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু স্ত্রীসংগ্রহের জন্য এই পৈশাচিক ব্যবহার তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। মনু এইটি দুর্নিবার বুঝিয়াই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে 'অধম' পৈশাচ বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি স্থল আছে যদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতে পারে যে মনুস্মৃতি সভ্য ও অসভ্যাবস্থার সন্ধিস্থলে প্রণীত হইয়াছে। যদি স্ত্রীস্বাধীনতা মনুর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল ইহা স্বীকার করা যায় তবে তাহা অন্ধকারের অবস্থায়, এক প্রকার অসামাজিক অবস্থায়। কেবল ভারতবর্ষে কেন এরূপ অবস্থায় সকল দেশেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা থাকিবার কথা।

মনুতে তো স্ত্রীস্বাধীনতার স্পষ্ট নিষেধ আছে কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য ও পুরাণে ইহার কোন রূপ নিদর্শন আছে কি না এক্ষণে তাহাই দ্রষ্টব্য। বেদাদি শাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং যে সমস্ত সদাচারের উল্লেখ আছে এই সমস্ত গ্রন্থে কথা

প্রসঙ্গে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। রামায়ণ অবশ্যই মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী কিন্তু এস্থলে আমরা বক্তব্য বিষয় সুগম হইবার জন্য মহাভারতকেই অগ্রে ধরিলাম। এই গ্রন্থ আমাদের জাতীয় একটী প্রকাণ্ড সাহিত্য। ইহার সমগ্র অংশ পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে ইহা এক হস্তের সৃষ্টি নহে। যখন যাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে তিনি স্বীয় রচনা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফল মহাভারতে নানা রূপ বৈষম্য। ইহার মধ্যে অতি পূর্ব্বের এবং তৎকাল-প্রচলিত সামাজিক ব্যবহারের একটা ঘোর মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে তাহার দুই একটি মাত্র স্থল উল্লেখ করিতেছি। মহাভারতের কালে ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সহিত লোকব্যবহার সম্পূর্ণ নিয়মিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি ইহাতে একটী স্ত্রীর পাঁচটী স্বামী। বোধ হয় এই ব্যবহার অতি প্রাচীনতম কালে এই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বৈদিক কালে দেখিতে পাই পাঁচ ঘুচিয়া দুই তিনটিতে নামিয়াছে। আর এখনও এখানকার আদিম অধিবাসী কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে এই কুরীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলত ইহা কোন ধর্ম্ম্য ব্যবস্থারই অনুমোদিত নহে। কিন্তু কবি এক স্ত্রীর পঞ্চ স্বামী এইটি ধর্ম্ম ও লোকবিরুদ্ধ হইলেও এক মাতৃআজ্ঞার দোহাই দিয়া ইহার দূষণীয়তা দূর করিয়াছেন। দ্বিতীয় বিলোম বিবাহ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন কিন্তু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিত না কিন্তু মহাভারতে ইহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৃতীয়ত সহমরণ। পাণ্ডু রাজার দুইটি পত্নী ছিল। কিন্তু পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠার অধিকার সত্তে কনিষ্ঠাই সহমৃতা হন। ইহাও শাস্ত্র ও লোকবিরুদ্ধ। বোধ হয় ইহা এখানকার একটি প্রাচীনতম ব্যবহার। যখন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের গণনা ছিল না সেই সময়ে ইহা প্রচলিত ছিল। এদিকে গ্রন্থের নায়ক প্রতিনায়ক প্রভৃতি যতগুলি পাত্র আছে কবি তাহাদিগের চরিত্র ধর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞানে তাৎকালিক সমাজের অনুরূপ করিলেন। পরে তাঁহাদের জীবনে এমন সমস্ত ঘটনা আনিয়াছন যাহা সেই সকল চরিত্রে একটি ঘোর বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করে। মহাভারতে এমন অনেক ঘটনা আছে যদ্দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয় যে সেই সমস্ত মহাভারতের সাময়িক ঘটনা নয়। কিন্তু কবি তাৎকালিক বলিয়া এই গ্রন্থে তৎসমুদায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা যাহা বলিতে চাই মহাভারত যদিও তাহার বিরোধী নয়, যদিও ইহাতে অবরোধ-প্রথার ভূরিভূরি নিদর্শন আছে তথাচ মহাভারতকে এক এই কাল-বৈষম্য-দোষে উপহত বলিয়া একটা সামাজিক ব্যবহারের প্রমাণস্থলে আনিতে সাহসী নহি।

এক্ষণে রামায়ণ। এই গ্রন্থ কেবল ভারতবর্ষকে নয় সমস্ত পৃথিবীকে লোকব্যবহার শিক্ষা দিতেছে। গুণের যা কিছু উৎকর্ষ, মনুষ্য-সমাজের যা কিছু সার তাহাই এই মহাকাব্যের প্রাণ এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে যুদ্ধ বিগ্রহাদি কোন কোন বিষয়ের যদিচ তাদৃশ উন্নতি হয় নাই, কিন্তু ধর্ম্ম-নীতি দ্বারা মনুষ্য-সমাজ যতদূর উন্নত হওয়া সম্ভব আমরা ইহাতে তাহারই নিদর্শন পাই। সুতরাং প্রাচীন ভারত যে কি ছিল এই গ্রন্থ তাহার একটী অবিসম্বাদিত প্রমাণ। আমরা ইহা আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল না। এক্ষণে এই গ্রন্থ হইতে দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করি-

তেছি, ইহা দ্বারা আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে।

রাবণ রামের শরে বিনষ্ট হইলে মন্দোদরী সপত্নীগণের সহিত রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সজল নয়নে কহিতেছেন "রাজন্, আমি অবগুণ্ঠিত না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং পদব্রজেই এখানে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা দেখিয়া কি তুমি ক্রুদ্ধ হও নাই। এই দেখ তোমার পত্নীগণের লজ্জাবগুণ্ঠন স্খলিত এবং ইহারা অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে; তুমি ইহাদিগকে বহির্গত দেখিয়া কি ক্রুদ্ধ হও নাই।" রামায়ণের এই অংশ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে তখনকার স্ত্রীলোক সর্ব্বদা অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিত এবং পরপুরুষে তাহাদের মুখ না দেখিতে পায় তজ্জন্য লজ্জাবগুণ্ঠন ধারণ করিত। আর এই অবরোধ-প্রথা তখন এত প্রবল ছিল যে পুরুষ স্ত্রীলোককে কখন অনবগুণ্ঠিত ও বহির্গত দেখিলে অমনি রুষ্ট হইত। রামায়ণের এই অংশ অনার্য্য রাক্ষস জাতির ব্যবহার বলিয়া উপেক্ষিতও হইতে পারে কিন্তু আমরা এই বিষয়ে শিষ্ট-ব্যবহারও দেখাইতেছি। রাবণ-বধের পর বিভীষণ রামের আদেশক্রমে জানকীরে শিবিকায় আরোপণ পূর্ব্বক রামের সেনানিবেশে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে শিবিকা হইতে অবরোহণ ও রামের নিকট আনয়ন করিবার জন্য তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিকে তফাৎ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তখন কঞ্চুকধারী উষ্ণীষশোভিত ভৃত্যেরা বেত্রহস্তে যোদ্ধৃগণকে অপসারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। "বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণ উৎসারিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দূরে চলিল। এই উৎসারণার সময় বায়ুবেগক্ষুভিত সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় একটী মহা কলরব উত্থিত হইল। তখন রাম সৈন্যগণের অপসারণ এবং তন্নিবন্ধন সকলকে তটস্থ দেখিয়া দয়ার্দ্র স্বভাব হেতু তাহা নিবারণ করিলেন এবং অমর্ষ ভরে ও রোষ-প্রদীপ্ত চক্ষে বিভীষণকে যেন দগ্ধ করিয়া তিরস্কার-বাক্যে কহিলেন, তুমি কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত লোককে কষ্ট দেও? ইহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিও না, ইহারা আমারই আত্মীয় স্বজন। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের প্রকৃত আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের প্রকৃত আবরণ নয়, ইহা রাজ-আড়ম্বর মাত্র, বস্তুত চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। আরও বিপত্তি, পীড়া, যুদ্ধঘটনা, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহের সময় স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দুষ্পনীয় নহে। এক্ষণে এই সীতা বিপদস্থ, ইনি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন, এরূপ অবস্থায় বিশেষত আমার নিকট ইহাঁকে দেখিতে পাওয়া দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে দেখুক।

বিভীষণ রামের এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হান হইলেন এবং বিনীত ভাবে রামের নিকট জানকীরে আনিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনূমান রামের এই সমস্ত কথা শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। তৎকালে জানকী লজ্জায় স্বদেহে মিশাইয়া যাইতেছেন, বিভীষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনি রামের নিকট আগমন করিলেন।"

অতি পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে যে স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল না রামায়ণের এই অংশ তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তখন অবরোধ-প্রথাই প্রচলিত ছিল, তখন স্ত্রীলোক প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিত। কেহ স্বেচ্ছাক্রমে পরপুরুষের নিকট বাহির হইত না। রাম যখন বিভীষণের পার্শ্ব ও লোক

ব্যবহার উল্লেখ করিয়া জানকীরে পদব্রজে আনিবার আদেশ করিলেন তখন বিভীষণ চিন্তিত এবং লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলেই দুঃখিত হইলেন। ইহারই বা কারণ কি ? না, রাম পূর্ব্ব-পরম্পরাগত ব্যবহারে উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্ত্রীকে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সুতরাং তিনি স্ত্রীপরিত্যাগে উদ্যত ; এই বুঝিয়াই উহাঁদের চিন্তা ও দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ মনুষ্য একটা কোন বিশেষ ভাবে পরিচালিত না হইলে সহসা চিরন্তন রীতি পরিত্যাগ করিতে সাহসী হয় না। আরও রামকে সর্ব্বসমক্ষে স্ত্রী বাহির করিতে যে এত শাস্ত্র ও যুক্তি দেখাইতে হইল ইহার হেতু এই যে তিনি পরম্পরাগত ব্যবহারের অন্যথাচরণ করিতেছেন, শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা ইহার দূষণীয়তা দূর না করিলে লোকে তাঁহার নিন্দা করিবে। যাই হৌক পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক যে সর্ব্বদা অবরুদ্ধ থাকিত রামের এই বাক্য তাহার প্রমাণ,তবে ধর্ম্ম স্বয়ংবর প্রভৃতি কতকগুলি কারণে তাহারা বাহির হইত। এই চিরন্তন ব্যবহার এখনও এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র কুলস্ত্রী বাহির হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকে। তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি নানারূপ ধর্ম্মকার্য্যে সুসম্ভ্রান্ত গৃহস্থ কন্যারাও বাহির হন! এক্ষণে এই স্থানে রামের একটি কথার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন যে ভর্ত্তৃসমীপে স্ত্রীলোক বহুজন-সমক্ষেও বাহির হইতে পারে,ইহাতে দোষ নাই। রামের এই বাক্যের এমন অর্থ নয় যে পূর্ব্বে ভর্ত্তার সহিত স্ত্রীলোক যথা ইচ্ছা বাহির হইত। আমরা দেখিলাম জানকী ভর্ত্তার নিকট আসিবার কালে বহুজন-সমক্ষে লজ্জায় যেন নিজের গায়ে মিশাইয়া গেলেন। জানকীর এই স্ত্রীজনোচিত লজ্জা দেখিয়াই বোধ হয় যে স্ত্রীলোকের বহুজনসমক্ষে ভর্ত্তৃসমীপে বাহির হওয়া যদিও শাস্ত্রসম্মত ছিল কিন্তু ইহা বিশেষ আবশ্যক স্থলে। কুলস্ত্রীগণ ইহাতে লজ্জাই অনুভব করিতেন।

সকল কার্য্যেরই এক একটি নিয়ম থাকে না, কিন্তু কতকগুলি এমন নিয়ম থাকে যে অনেক কার্য্য সেই একই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ একটী নিয়ম ধরিয়া অনেক কার্য্যের বৈধতা বুঝিতে হয়। আমরা দেখিতে পাই পূর্ব্বে ঋষিকন্যারা বিদ্যার্থিনী হইয়া দেশবিদেশ পর্য্যটন করিত। ক্ষত্রিয়ারা রঙ্গ-ভূমিতে বসিয়া পুত্রাদির অস্ত্রপরীক্ষা দেখিত। সকল বর্ণের স্ত্রীপুরুষ বসন্তোৎসবের জন্য উদ্যানে নির্ব্বিশেষে মিলিত হইত। এইরূপ সমস্ত কার্য্যই এক মূল ধর্ম্ম-নিয়মের অন্তর্গত। কারণ অধ্যয়ন অধ্যাপন ধর্ম্ম, ধনুর্ব্বেদশিক্ষা ধর্ম্ম এবং উদ্যানে বসন্ত-মহোৎসবের অনুষ্ঠানও ধর্ম্ম। এই উৎসবে গন্ধ পুষ্প ও নানা রূপ খাদ্যসামগ্রী দ্বারা অনঙ্গদেব অর্চ্চিত এবং পতিদেবতা পূজিত হইতেন। অনপত্য দিলীপের সস্ত্রীক গুরুগৃহে গমন এই ধর্ম্মের অনুরোধ, ব্রতচর্য্যার অনুরোধ। তৎকালে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য, বিবাহ, যুদ্ধ ও কৃচ্ছ্রকাল প্রভৃতি কএকটি উপলক্ষে স্ত্রীলোক সর্ব্বসমক্ষে বাহির হইত। ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিরা স্ত্রীজাতিকে পক্ষীর ন্যায় পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই কিন্তু তৎকালে ধর্ম্মাদির অনুরোধ ব্যতীত এখনকার ন্যায় কেবল একটা তুচ্ছ আমোদ প্রমোদের জন্য স্ত্রীলোক বাহির হইত না। কোথাও দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ হইতেছে স্ত্রীলোক সকল তথায় উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞের আয়োজন করিয়া দিত। বিবাহ হইতেছে পুরন্ধ্রী আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে পাত্র কন্যার গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দিত। এই সমস্ত সভ্যতম প্রাচীন ব্যবহার স্ত্রী-স্বা-

ধীনতার প্রমাণ নহে। যেখানে অন্তঃপুর ও স্ত্রীর নামান্তর অবরোধ সেখানে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রমাণ অন্বেষণ করাই বিড়ম্বনা। যাহারা সূর্য্যকেও দেখিতে পাইত না তাহারা মুক্ত বায়ুতে যথেচ্ছ বিচরণ করিবে ইহা কি সম্ভব? তখনকার এই অবরোধ দুর্ব্বলের উপর নির্যাতন নহে, অনুদার সমাজের পুরুষ জাতির সর্ব্বংকষ প্রভুশক্তির যাদৃচ্ছিক বিলাসও নহে, তখন স্ত্রী ও শ্রী নির্ব্বিশেষে সমাদৃত হইত, স্ত্রীজাতির তুষ্টি দেবতার তুষ্টি বলিয়া অনুমিত হইত। ইহা তাহাদের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও আত্যন্তিক মর্য্যাদারই কার্য্য।

এই অবরোধ-প্রথা বহুকাল হইতে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। পরে যখন মুসলমানের আধিপত্য সে সময়ে এই প্রথা রক্ষা করিবার একটা দৃঢ়তর যত্ন ও চেষ্টা হয়। আজিও যে কোন কোন প্রাচীন অন্তঃপুরে বায়ুসঞ্চারের পথ পর্য্যন্তও নিরুদ্ধ দেখা যায় তাহা এই মুসলমান রাজত্বেরই প্রভাব। এই সময়ে আরাধ্য দেবতার পবিত্রতার ন্যায় স্ত্রীলোকের পবিত্রতা অতি যত্নে ও সাবধানে রক্ষিত হইত। এই সময়েই লোকে এই চিরাচরিত প্রাচীন প্রথার বিশেষ উপকারিতা অনুভব করে।

উপসংহারে আর একটী কথা বক্তব্য আছে। অনেকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা দেখিয়া অনুমান করেন যে ইহাই এই ভারতবর্ষের চিরাচরিত প্রাচীন রীতি। আমরা একথা ভ্রমসঙ্কুল মনে করি। মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রী কি কারণে স্বাধীন আমরা ইহা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীবিদ্যালয়ে স্ত্রীনিবাস শিরস্ক প্রস্তাবে একরূপ বলিয়াছি। পুনর্ব্বার সংক্ষেপে এখানেও বলা আবশ্যক হইল। মহারাষ্ট্রীয় পুরুষ বীরভাবে পুষ্ট ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য ইহাদিগকে সততই নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে হইত। এই অবস্থায় মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদিগকে সমস্ত সাংসারিক কার্য্যের অনুরোধে আত্মনির্ভর করিতে হয়। খাদ্য-সংগ্রহ, স্বত্বরক্ষা, লৌকিকতা প্রতিপালন প্রভৃতি যাবতীয় গার্হস্থ্য ও সামাজিক কার্য্য স্ত্রীলোকেই নির্ব্বাহ করিত। পুরুষের প্রযত্ন-সাধ্য কার্য্য স্ত্রী-হস্তে পড়িলে কাজেই স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরবাস অসম্ভব হইয়া উঠে। এই কারণে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার সৃষ্টি। ইহা চিরাচরিত হিন্দু রীতি নয়। উপযোগিতাই ইহার প্রবর্ত্তক। যদি শাস্ত্র ধরিয়া বুঝিতে হয় তাহা হইলে বলিব, যুদ্ধাদি আপদ কালই ইহার প্রবর্ত্তক। পরে কোন ব্যবহার কিছু দিন অবাধে চলিয়া গেলে রাজশাসন ব্যতীত তাহা প্রায়ই নিরোধ করা যায় না। এই জন্য মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রী আজিও স্বাধীন; না বুঝিয়া ইহাকে হিন্দুরীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় পর নাই অন্যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার।

মদিরা। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তক খানি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র প্রণীত এবং ইহার মূল্য ১ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাশুল ৷৵০।

আগামী ৯ আষাঢ় বুধবার রাত্রি ৭৷৷০ ঘটিকার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।